

জাতীয়করণকৃত ২৯টি কলেজে শিক্ষক সমস্যা

জয়পুরহাট, ১০ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা) — ১৯৮৪ সালের শেষ ছয়মাসে জাতীয়করণকৃত দেশের ২৯টি কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ না করার এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

উল্লেখ্য, জাতীয়করণের সময় এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরী এবং প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু গত দুই বৎসরেও প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন পদ সৃষ্টি করা হয় নাই।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের

১লা নভেম্বর জয়পুরহাট মহিলা কলেজ জাতীয়করণের সময় কলেজে কর্মরত ১১টি বিভাগে ১৭জন শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করা হয়। কিছুদিন পূর্বে একজন অধ্যক্ষ কলেজে যোগ-

শিক্ষক সমস্যা

(৩য় পৃঃ ধঃ)

দান করিয়াছেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এই কলেজে ১১টি বিভাগে ৩৪ জন শিক্ষক, ৩ জন ডেপুটি প্রিন্সিপাল, ১ জন শরীরচর্চা শিক্ষক, ১ জন লাইব্রেরিয়ান ও ৪ জন কেবানি থাকার কথা। পদ সৃষ্টি না হওয়ায় কলেজে অল্প সরকারী কলেজ হইতে শিক্ষক বদলী করা সম্ভব হইতেছে না। অবিলম্বে ৮৪ সালে জাতীয়করণকৃত এই সকল কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি করিয়া শূন্য পদে লোক বদলী অথবা নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। সরকারী নাজিমউদ্দিন কলেজে

শিক্ষকের ৩৭টি পদ শূন্য

মাদারীপুরের সংবাদদাতা জানান, স্থানীয় সরকারী নাজিম উদ্দিন কলেজে শিক্ষকের ৩৭টি পদ দীর্ঘদিন ধাবৎ শূন্য রহিয়াছে। কলেজস্থলে জানা যায়, সর্বমোট ৬১ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ২৪ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। উল্লেখ্য, সরকারীকরণের পর হইতে এই কলেজে শিক্ষক সংকট চলিয়া আসিতেছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে

শিক্ষকের ২০টি পদ শূন্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে দীর্ঘদিন ধরিয়ী অধ্যক্ষসহ ২০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ২ জন ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জন শিক্ষক থাকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ার এই দুইটি বিভাগের ডিগ্রী প্রার্থীরা প্রায় একশত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কলেজস্থলে জানা গিয়াছে।